১২-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বেহদের এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে , অতএব নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পবিত্র হয়ে নাও । "

প্রশ্ন :- পরমাত্মার সম্পর্কে তোমরা কোন্ আশ্চর্যজনক কথা জানো যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় ?

উত্তর :- তোমরা জানো যে আত্মা হলো জ্যোতির্বিন্দু । তেমনই পরমাত্মাও হলেন অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু । এই অভূতপূর্ব বিষয় মানুষের বোধগম্যের বাইরে । অনেক বাচ্চারা তালগোল পাকিয়ে ফেলে । বাবা বলেন , বাচ্চারা বিভ্রান্ত হয়ো না । যদি সূক্ষ্ম রূপে স্মরণ না থাকে, তাহলে বৃহৎ রূপে স্মরণ করো । কিন্তু স্মরণ অবশ্যই কোরো ।

গীত:----(রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়োনা ....) রাত কা রাহি থক মত জানা..

ওম্ শান্তি । রুহানি বাচ্চাদের রুহানি বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । তাই বাচ্চাদেরও আত্ম-অভিমানী হয়ে বসতে হবে । এইরকম আর কোনও জায়গায় বোঝানো হয়না । কোনও সাধু-সন্ত এইভাবে বোঝাবে না আত্ম-অভিমানী হয়ে বসতে । এই কথা একমাত্র বাবাই বোঝান আর কেউই এরকম বলতে আসবেনা । এই যুক্তি অন্য কেউ বলতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো আমরা হলাম আত্মা । আত্মাই এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীরে প্রবেশ করে ।কখনো ডাক্তার, কখনো ব্যারিষ্টার হয় । আত্মা এখন পতিত হয়েছে , আবার পবিত্র হবে । আত্মাতেই জ্ঞানের ধারণা থাকে । বাবা নিরাকার , জ্ঞানের সাগর যখন , তো উঁনি এসে নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানই শোনাবেনা তিনি পতিত পাবন , সুতরাং তিনি এসে নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবেন । উঁনি হলেন সর্বোচ্চ ,পরমপিতা পরমাত্মা ।"আমি তোমাদের বাবা, সর্বোচ্চ, জ্ঞান দীপ্ত । আমার নিজস্ব শরীর নেই ।" এই সব জ্ঞান তোমাদের আত্মা ধারন করে, তাই তোমাদের আত্ম- অভিমানী হতে হবে । দেহ অভিমান যেন না হয় ।এমন কোনও অবকাশ যেন না থাকে , যেখানে , যে শ্রীমত্ শোনাবে আর যে শুনবে তাদের উভয়েরই দেহ-অভিমান আছে । বাবা তো নিরাকার । তিনি এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান । আর বাকি সব মনুষ্য দেহ অভিমানী হয়ে আছে। যদিও লক্ষ্মী- নারায়ণ সম্বন্ধে বলবে , এঁরা আত্ম - অভিমানী ছিলেন ; তবুও সত্য -ত্রেতার পরে দ্বাপর-এর শুরু থেকে ধীরে ধীরে দেহ-অভিমান তো আসতে থাকেই । এই জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা নিজে এসে দেন এবং তা আত্মাকে ধারণ করতে হয় । আত্মাকেই পতিত থেকে পবিত্র হবার উপায় বলেন । এখন সারা দুনিয়া অধঃপতিত , তাই বাবা আবার উত্থিত করতে আসেন । এই সবকিছু তোমরা বাচ্চারা জানো । অধঃপতন অর্থাত্ বিনাশ আর উত্থান অর্থাত্ নির্মাণ । স্থাপনা আর বিনাশ । স্থাপনা কিসের? নতুন দুনিয়া , স্বর্গের স্থাপনা । আর পুরনো দুনিয়া হেল, নরকের বিনাশ । ডিসট্রাকসন আর কনসট্রাকসন । একদিকে বিনাশ আর একদিকে নির্মাণ । কলিযুগ হলো পুরনো দুনিয়া, এর বিনাশ অবশ্যই হবে । বিনাশের লক্ষণ...এই বিধ্বংসী মহাভারতের লড়াই । মহাভারতের বৃত্তান্ত মহাভারত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে । বাবা, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, তাহলে সেটা তো নিশ্চয়ই নতুন

দুনিয়াই স্থাপন করবেন ! এটাই হলো বেহদের বিনাশ আর বেহদের স্থাপনা । একদিকে শেষ তো আরেকদিকের শুরু । বাবাই নতুন ঘর বানাবেন - বাচ্চাদের জন্য । তখন পুরোনো দুনিয়া নিশ্চয়ই বিনাশ করাবেন । তোমরা বুঝতে পারছো - বাবা এখন নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছেন । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী করার জন্য জ্ঞান-রত্নে আমাদেরকে সাজিয়ে তুলছেন । মহাভারতের যুদ্ধ বিনাশের জন্য প্রসিদ্ধ । বলা হয় , এখন সেই সময় । সেই স্টার অর্থাত্ সেই আত্মারা ফিরে এসে নিজেরা একত্রিত হয়েছে যারা মহাভারতের যুদ্ধের সময় ছিল , এই সিঁড়িতে ও লেখা হয়েছে, ভারতের উত্থান আর পতনের অদ্ভুত কাহিনী । এই লাইনে কল্প কল্প শব্দও যুক্ত হওয়া উচিত্ । শুরু থেকে অন্ত অবধি মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে । এই সব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মানবের বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তালা লাগানো আছে অর্থাত্ বুদ্ধি পাথরের মতো নিশ্চল । এই সব কথা মনুষ্যগণের জানতে হবে । আত্মারা এখানে আসে শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে । সুতরাং বিশ্ব- নাটকের আদি -মধ্য- অন্তের রচয়িতা , পরিচালক , মুখ্য অভিনেতা ইত্যাদির কথা জানা উচিত । এখন তোমরা নাটকের আদি - মধ্য- অন্ত, কে, কি কেন, নাটকের সব অংশ জেনেছ - শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত । বাবার দ্বারা আমরা এই সব জ্ঞান প্রাপ্ত করছি । সৃষ্টি চক্র কেমন করে আবর্তিত হয় । একেই বলা হয় রুহানি জ্ঞান অর্থাত্ ঈশ্বরীয় জ্ঞান । দেহ-সম্বন্ধিত জ্ঞানকে দার্শনিক জ্ঞান বলা হয় । আধ্যাত্মিক অর্থাত্ আত্মা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের জ্ঞান । এখন এই সব কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ভরে দেওয়া হয়েছে । বাচ্চারা জেনেছে , এখন ৮৪ জন্মের নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । এখন আমরা ফিরে যাব, কিন্তু যারা পতিত তারা ফিরে যেতে পারবে না । এত জপ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে তো পতিতই থেকে যাচ্ছে । পবিত্র হবার জন্য গঙ্গা স্নান করছে , কিন্তু এই সব করে পবিত্র হওয়া যায় না ।তাই ফেরতও কেউ যেতে পারছে না । গল্প খুব করে , অমুক জন ইহ সংসার পার করে নির্বানধাম গেছে, জ্যোতিতে জ্যোতি সমাহিত হয়েছে । বাবা বুঝিয়েছেন , এভাবে কেউ ফেরত্ যেতে পারে না । সব অভিনেতা (আত্মা) এখানেই আছে । বিশ্ব নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ , সেইজন্য সকল অ্যাক্টর অর্থাত্ সকল আত্মারা বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে। এখন সকলেই উপস্থিত হয়েছে । মানুষ জানে না যে, বুদ্ধ আর ক্রাইস্ট এঁরা সব কোথায় আছে! তোমরা যে সকল আত্মারা উপর থেকে এখানে এসেছ, তারা সকলেই এই সময় তমোপ্রধান হয়ে গেছ । আবারও তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে যেরকম পূর্ব কল্পেও হয়েছিলে । বাবাই এসে স্থাপনা, বিনাশ করান ।বলা হয়, এই জ্ঞান রাজারও রাজা বানিয়ে দেয় । ইঁনি , বেহদ-এর বাবা বলেন , আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করি । কৃষ্ণ তো স্থাপনা করান না । রচয়িতা , বাবা । বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন যে, তোমরা আমাকে তখনই ডাকো যখন সৃষ্টি পতিত হয় । এমনও নয় , আমি নিজে নতুন সৃষ্টির রচনা করি । যেমন দেখানো হয় প্রলয় হচ্ছে এ তো সবই ভুল ।মনুষ্য যখন ডাকে , হে পতিত পাবন এসো , তখন তো নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হবে ! বাবা এসে কৃষ্ণপুরীর সাক্ষাৎকার করান ।বলা হয় কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতায় করে সাগরে ভেসে এসেছিলেন... এটাই ঠিক কথা। নতুন দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কৃষ্ণই আসেন ।সাগরে ভেসে নয় , কিন্তু উনি গর্ভ মহলে আসেন । আঙুল চুষতে চুষতে খুব আরামে গর্ভ মহলে বিরাজ করেন । সত্য যুগে সকল বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগে পর্যন্ত গর্ভ মহলে থাকে । ওরা আবার গর্ভ মহলের বিষয়কে সাগরে ভাসতে থাকা পাতার ওপরে কৃষ্ণ -এইভাবে দেখিয়েছে ।এই সব ভক্তি মার্গের কথা ।বাবা এই সব শাস্ত্রের সার কথা আমাদেরকে বোঝান। যখন গর্ভ রুপ কয়েদখানা তে থাকে তখন সবাই বলে , আমাদের বাইরে বার কর , আর পাপ করব না । কিন্তু রাবণের দুনিয়ায় তো পাপ হতেই থাকে । তারা আবারও পাপ কাজ করতে থাকে । তোমরা তো অর্ধকল্প জেলঘুঘু হয়ে থাকো । চোরেদের ঘুঘু বলা হয় ।বাইরে বেরিয়ে

আবার চুরি করতে থাকে আর জেলে বন্দি হয় ।তাই জেলঘুঘু বলা হয় । বাবা বুঝিয়েছেন এইটা রাবণ রাজ্য । ওখানে এই সব কথা হয়ই না । সেটা তো হয়ই রামরাজ্য । সেখানে না তো গর্ভ জেল হয়, আর না তো চোরের জেল হয় । এখানে তো কত মানুষ জেলে বন্দি থাকে । গর্ভ জেলও আছে আর চোরেদের জেলও আছে । একাধিক জেল । কলিযুগের অন্তিম সময় চলছে ! বাবা বলছেন, তোমরা বাচ্চারা এখন নির্মাণ কার্য (construction) করছ । উত্থান আর পতন, প্রত্যেক কল্পে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে । উত্থান আর পতন দুনিয়ার নিয়ম । এতে মুখ্য পার্ট ভারতের । গানও আছে আত্মা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অনেক কাল ....এই অনেককালেরও তো হিসাব আছে , তাই না ! কোন কোন আত্মারা বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে । প্রথম-প্রথম দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে নিজেদের পার্ট প্লে করতে । এখন আর সেই দেবতারা নেই, যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন । ওনাদের চিহ্নস্বরূপ চিত্র রয়ে গেছে । রাজত্বকাল সমাপ্ত হয়েছে । স্বর্গরাজ্যের সমাপ্তিতে নরকের দুনিয়ার শুরু আবার নরক-দুনিয়ার বিনাশ হলে স্বর্গের সূচনা । সুতরাং , এইভাবে একদিকে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি আর অপরদিকে নরকের বিনাশ হতে থাকে । নির্মাণ কার্যের জন্য বাচ্চাদের সহযোগিতার প্রয়োজন , সেখানে থাকবেও তো তোমরা। প্রথমে তোমাদের দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা হতে হবে । গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতা..এখানে কালিমাযুক্ত অপবিত্র মানুষেরই অবস্থান । ভগবানুবাচ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল সমান হতে হবে । এই মৃত্যুলোকে এইটাই অন্তিম জন্ম , আমাদের এখানেই পবিত্র হতে হবে । এটা যথার্থরূপে বুঝতে হবে । আমরা এই মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে থাকি । বাবা বলছেন , সমস্ত বিকারকে জয় করতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে ।বাচ্চারা এই কথা শুনে অন্যদেরও বোঝায় যে এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ একেবারে সামনে উপস্থিত । এই সেই মহাভারতের যুদ্ধ ! কাম হ'ল মহাশত্রু , এই জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র থাকার । এখন তোমরা বুঝতে পারছ আমরা পবিত্র হয়ে উঠছি। কিন্তু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে, তাই তার আগে পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে । রক্তক্ষয়ী বিনাশে এই দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে - হাহাকার পড়ে যাবে , মৃত্যুও আসবে অতি কঠিনরূপে । তোমরা দেখতেও পারবে না ।যখন কারোর অপারেশন হয় সেখানে দুর্বল লোকেরা থাকে না , নিজেদের সামলে রাখতে পারেনা । এইজন্য ডাক্তাররা পরিবারের সদস্যদের সেখানে থাকতে অনুমতি দেন না । বিনাশকালে চরম কাটাছেঁড়া চলবে । পরস্পর পরস্পরকে মারতে থাকবে । এটা হচ্ছে কলুষিত দুনিয়া, কাঁটায় ভরা জঙ্গল । সত্য যুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ ফ্লাওয়ার্স, ফুলের বাগান । দেবতারা হলেন সজীব পুষ্প অর্থাত্ সর্বগুণসম্পন্ন । মানুষ ভাবে স্বর্গোদ্যান (বহিশত) কোনো ফুলের বাগান , যা শুনেছে তাই বলছে । গার্ডেন অফ আল্লাহ বলা হলে, তখন ধ্যানেও গার্ডেন দেখা যাবে , দেখা যাবে আল্লাহ এসে হাতে ফুল দিচ্ছেন । বুদ্ধিতে ঈশ্বরীয় বাগানের ধারণা আছে । ভক্তি মার্গে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের জন্য ভক্তি করা হয় । সাক্ষাৎকার হলেই বলবে তিনি সর্বব্যাপী । যা অতীতে হয়েছে , তা আবারও হবে । বাচ্চারা যেমন পোশাকে অর্থাত্ যেমন শরীরে , যেভাবে এসেছে, ঠিক একই ভাবে, একই পোশাকে আবার কল্প পরেও আসবে । বিশ্বের এই ড্রামা প্ল্যান কেউ কেউ যথার্থভাবে বুঝতে পারে , বাবার কাছে কেউ এলে , বাবা জিজ্ঞেস করেন , তুমি এর আগে কবে এসেছ ? তখন বলে - হ্যাঁ বাবা , আপনার সাথে পূর্ব কল্পেও মিলিত হয়েছিলাম , আপনার থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে । বাবা জিজ্ঞেস করেন, কোন পদাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে? বাবা, মম্মা বলছেন যখন , তো নিশ্চয়ই ওনাদের ঘরাণাতেই এসেছিলাম । বাবা বলেন, এমন পুরুষার্থ করো যাতে উচ্চ পদ পেতে পারো । এই সকল বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বরাবর লড়াইও হবে আর নরকের বিনাশও অবশ্যই হবে । তোমাদের কাছে অতি উত্তম চিত্র আছে। কৃষ্ণের হাতে স্বর্গ-গোলক

এবং পায়ের দিকে নরকের গোলক-এর যে ছবি আছে তাই ছাপানো উচিত্ , এতে সব কিছু পরিস্কার ভাবে বলা আছে । স্বর্গের দ্বার খুলবে , আর নরকের দ্বারে পদাঘাত। তোমাদেরও মুখ স্বর্গের দিকে, এটা তো একদম সঠিক কথা । যখন জানো ঘরে ফিরতে হবে তখন ঘরকেই স্মরণ করতে হবে । পুরনো দুনিয়া ভুলতে হবে, একে বলা হয় বেহদ- এর বৈরাগ্য । পুরোনো দুনিয়া ছেড়ে আমরা বাবার কাছে যাই । স্মরণের যাত্রাপথে চলতে চলতে ঘরে যেতে হবে । প্রধান কথা হচ্ছে স্মরণ । স্মরণ তো সবাই করে, তাই না ! এখন বাবা এসে বলছেন যথার্থ রূপে চিনে আমায় স্মরণ করো । এটাই হলো অব্যাভিচারী স্মরণ অর্থাত্ নিয়মনিষ্ঠা সহ স্মরণ। তোমরা জানো যে শিববাবা বিন্দু সমান , আত্মা নিজেকে বিন্দু ভাবে , আর বাবাকেও বিন্দু ভাবে । নতুন কোনও কিছু শুনে আবার সব ভুলে যায় । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে আর নিজের ঘরকে স্মরণ করো । আচ্ছা, বিন্দুকে ছোটো মনে হয়, কিন্তু ঘর তো বড় , তাহলে ঘরকেই স্মরণ করো। বাবাও ওখানে থাকেন । আমি (ব্রহ্মাবাবা) , তুমি , ওখানে যাব যেখানে বাবা থাকেন । বিন্দু স্মরণে থাকে না, তাই না ! আচ্ছা ঘরের কথা তো স্মরণ হয় , সেটাই হলো শান্তিধাম, আরেকটা হলো সুখধাম। এখানে হলো দুঃখধাম ।এখন তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করার পড়া করছ , তার পর সুখধামে পৌঁছে যাবে । বাবার সন্তান যখন, তখন নিশ্চয়ই স্বর্গের ঐশ্বর্যের অধিকারী । কল্প পূর্বেও শিববাবা এসেছিলেন, আর স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছিলেন । তোমরা ভুলে গেছ। বাবা বলছেন - এখন আবার এসেছি, তোমাদের দিতে । তোমরা কত কতবার সাম্রাজ্য নিয়েছ আর কতবার হারিয়ে ফেলেছ । অগনিত বার বর্সা (অধিকার) নিয়েছ , তবুও এই রকম বাবাকে ভুলে যাও কি করে ! মায়ার তৈরী কঠিন সমস্যার পাহাড়কে পার করে যেতে হয় , এইজন্য নাটকেও দেখায় - মায়া ওদিকে টানে, প্রভু এদিকে টানেন । জ্ঞানে বিঘ্ন ঘটে না, বিঘ্ন ঘটে স্মরণে, এটাতেই পরিশ্রম করতে হয় । এখন বাবা বলছেন- মহারথী হও । এই পুরোনো দুনিয়ায় আগুন তো লাগবেই । এই যজ্ঞে পুরনো দুনিয়া স্বাহা হবেই সুতরাং মহাবীরও হতে হবে । তোমাদের বাচ্চাদের অখন্ড, অটল, অটুট রাজ্য পেতে হবে । তোমাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে এমনভাবে জুড়ে রাখতে হবে, যতই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি আসুক , মায়া কিছু করতে পারবে না । এটা হলো তোমাদের পরবর্তী সময়ের , বিনাশকালের স্থিতাবস্থা - যখন ট্রান্সফার হ'তে হয় , যেমন স্কুলে পুরনো ক্লাস ছেড়ে নতুন ক্লাস -এ যাওয়ার পরীক্ষা বছরের শেষে হয় । তোমাদের মালাও পরে তৈরি হবে । তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে - অমুক এখানে হবে, অমুকে এই হবে। এ দাসী হবে ... এই সব বলা হবে। কিন্তু পরে আর কিছুই করার থাকেনা , অনুতাপ হয় । এটা আমি কি করলাম ! শ্রীমত কেন অনুসরণ করিনি । কিন্তু সেই সময় আর কিছুই করার থাকে না । এরকম অনেকে আফসোস করে । মানুষ কোনও একজনকে খুন ক'রে পরে আফসোস করে । কিন্তু খুন তো হয়েই গেছে আর তো কিছু করা যাবে না, এই জন্য বাবা বলেন, গাফিলতি কোরো না , নিজস্ব পুরুষার্থ করতে থাকো ।

আচ্ছা -মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ৮৪ জন্মের নাটক এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে , ঘরে ফিরতে হবে, এই জন্য আত্ম - অভিমানী থেকে পবিত্র হতে হবে । দেহ অভিমান মুছে ফেলতে হবে ।

২) সঠিকভাবে নিজেকে আত্মা , বিন্দুস্বরূপ নিশ্চয় করে , বিন্দু রূপ বাবার সাথে অব্যাভিচারী স্মরণে থাকতে হবে । মহাবীর হয়ে নিজের অবস্থা অচল, অটল, বানাতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকা অন্তর্মুখী, স্বমানধারী ভব(হও)

যেমন সূর্যের সম্মুখে থাকলে তার থেকে সূর্যরশ্মি অবশ্যই আমাদের কাছে আসে , তেমনই বাচ্চারা যখন জ্ঞান সূর্য বাবার সম্মুখে সর্বদা থাকে, সেই জ্ঞান সূর্যের সর্বগুণ সম্পন্ন রশ্মি (কিরণ) নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে । তাদের চেহারায় অন্তর্মুখীতার ঝলক আর সঙ্গম যুগের বা ভবিষ্যতের সর্ব স্বমান এর ফলক দেখতে পাওয়া যায় । এর জন্য সর্বদা স্মরণে যেন থাকে যে এইটা অন্তিম মূহুর্ত ।যে কোনো মূহুর্তে এই দেহের বিনাশ হতে পারে, এই জন্য সর্বদা প্রীত- বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে, জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থেকে অন্তর্মুখীতা এবং স্বমান এর অনুভূতিতে থাকতে হবে ।

স্লোগান :- সর্বদা উড়ন্ত কলায় উড়ে সমস্যাসঙ্কুল পাহাড় কে অনায়াসে অতিক্রম করতে হবে।